দৈনিক ইনকিলাব

170

তারিখ 22 APR 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ফাঁস হওয়া প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা

এসএসসি'র ২০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র দিয়েই গৃহীত হয়েছে বলে জানা গেছে। পত্র-পত্রিকার খবরে উল্লেখ করা হয়েছে, ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র এবং পরীক্ষার হলে দেয়া প্রশ্নপত্র হুবহু মিলে গেছে। বার্তা সংস্থা ইউএনবি জানিয়েছে, চট্টগ্রামে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের সকল সেট প্রশ্নই ফাঁস হয়েছে। অনুমান করা যায়, ফটোকপি, ফ্যাক্স-ফোনের কল্যাণে পরীক্ষা গ্রহণের আগেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় সব সেট প্রশ্নই পৌঁছে গেছে। সুতরাং, একথা বলা বাহুল্য যে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা বিশেষ কেন্দ্রে বা এলাকায় ঘটলেও তা ঐ কেন্দ্রে বা এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। দেশের বিভিন্ন এলাকায় ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে গেছে। আর একথা যদি সত্য হয় যে, ঐ বিষয়ের সব সেট প্রশ্নই ফাঁস হয়েছে, তবে, এটাও স্বীকার করতে হবে যে, বিকল্প সেটের প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। এ ধরনের কোনো চেষ্টা হয়েছে বলেও জানা যায়নি। 'ক' সেটের প্রশ্নেই সর্বত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে খবরে জানানো হয়েছে। কোনো কোনো কেন্দ্রে ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র এবং কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের হাতে পাওয়া প্রশ্নপত্রের হুবহু মিলের কারণে পরীক্ষা গ্রহণ বিলম্বিত হয়েছে মাত্র। বিকল্প প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ কিংবা পরীক্ষা স্থগিত বা বাতিল করা সম্ভব হয়নি। এ অধিকার কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কতটা আছে সেটা এ ক্ষেত্রে কম বিবেচ্য বিষয় নয়। সার-সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে, ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রেই ঐ দিনের পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে।

স্মরণ করা যেতে পারে, ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারটি প্রথম জানা যায়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লার বিভিন্ন এলাকায় ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল। প্রথম ফাঁসের ঘটনা ঘটেছিল না-কি চট্টগ্রামের মীরেরসরাই ও সীতাকুন্ডে। ঐ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা সংশ্লিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। নানা মাধ্যমে তা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। জানা জানি হওয়ার পর মীরেরসরাই ও সীতাকুন্ডে 'খ' সেটের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গৃহীত হলেও অন্যত্র 'ক' সেটেই গৃহীত হয়েছিল। ঐ সময় পত্র-পত্রিকার খবরে একাথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রের পরবর্তীতে অনুষ্ঠিতব্য সকল বিষয়ের প্রশ্নপত্রই ফাঁস হয়ে গেছে। পত্রিকান্তরে এক খবরে বলা হয়েছে, মীরেরসরাই ও সীতাকুন্ডে ফাঁস হয়ে যাওয়া সকল বিষয়ের প্রশ্নপত্রই পাওয়া যাচ্ছে—বিক্রি হচ্ছে প্রতিসেট ৮০০ টাকায়।

ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভবতঃ আমাদের দেশেই হতে পারে এবং এটা একটা বিরল নজিরই বটে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও বোর্ড বিষয়টিকে এতটা হালকাভাবে নিতে পারলো কিভাবে সেটা একটি বড় বিস্ময়। পত্র-পত্রিকায় যখন আভাস দেয়া হয়েছিল যে, ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রের পরবর্তীতে অনুষ্ঠিতব্য সকল বিষয়ের প্রশ্নপত্রই ফাঁস হয়েছে তখন কর্তৃপক্ষীয় পর্যায়ে একে আমলে আনা হলো না কেন? তখনই যদি খবরের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হতো এবং যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত হতো তবে বাংলা দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রে গৃহীত হতে পারতো না। কর্তৃপক্ষীয় এই মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও কৃতকর্মকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করতে পারি? এটা কি অমনোযোগ, অবহেলা, না-কি কোনো কিছুকে কেয়ার না করার মানসিক প্রবণতা। জানা গেছে, প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় মন্ত্রণালয় বিকৃত। ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয়ে জরুরী বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে মীরেরসরাই ও সীতাকুন্ডে প্রথম প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করার জন্য জেলা প্রশাসন পর্যায়ে একটি এবং গোয়েন্দা সংস্থা পর্যায়ে একটি—এই দু'টি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে। খবরে আরও জানানো হয়েছে, পরীক্ষা বাতিল সম্পর্কে মন্ত্রণালয় কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। সূত্রমতে, মন্ত্রণালয় এ মুহূর্তে পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেবে না। কারণ, এতে অন্যান্য পরীক্ষা ব্যাহত হবে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে পারে। খবর মোতাবেক, মন্ত্রণালয় থেকে ডিসি ও এসপি বরাবরে চিঠি গেছে। চিঠিতে প্রশ্নপত্র তাদের স্ব-স্ব তত্ত্বাবধানে রাখার কথা বলা হয়েছে। চিঠিতে কোনো সেট প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গেলে বিকল্প সেটের প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। কোনো ক্ষুদ্র এলাকায় প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গেলে সারা দেশের পরীক্ষা বাতিল না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রণালয়। তবে, যদি ফাঁস হওয়া প্রশ্ন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে পরীক্ষা বাতিল হবে। প্রথম প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার পর মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণের পর কতদূর টিকবে বা প্রযোজ্য হবে সেটা এটকা বিরাট প্রশ্ন। পরবর্তীতে অনুষ্ঠিতব্য কোন বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি, সেটা বোধ করি কারো পক্ষেই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ এটা প্রমাণিত যে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা বিশেষ কেন্দ্রে বা এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকছে না। এমতাবস্থায় বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব কি-না, সঙ্গত কি-না তা অবশ্যই গভীর বিবেচনার বিষয়। ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রে যেসব পরীক্ষা হয়ে গেলো, সেগুলোর ব্যাপারেই বা কি হবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা পরীক্ষার্থীদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছে। তাদের মধ্যে চরম হতাশা নেমে এসেছে। অভিভাবক মহলেও তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এ ধরনের পরীক্ষায় মেধা যাচাই বা মূল্যায়ন কিভাবে হতে পারে? পরীক্ষার নামে এই অরাজকতা ও দুর্ঘটের জন্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের দায়দায়িত্ব এড়াতে পারবে না। আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য ঃ এভাবে কোনো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। হওয়া উচিৎ নয়, সঙ্গতও নয়। অতএব, সব দিক বিবেচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নিতে হবে। এই সঙ্গে কেন এই পরিস্থিতি, কেন এই ব্যর্থতা সেটাও খুঁজে বের করে প্রতিবিধানের স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।